ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫১৪
আগরতলা, ৪ অক্টোবর, ২০১৮

পূর্ত দপ্তরের অধীনে সমস্ত নির্মাণ কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের অধীনে যে সমস্ত সড়ক, বিল্ডিং এবং সেতু নির্মাণের যে কাজগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কাজের গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সেইদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে পূর্ত দপ্তরের (রোড এন্ড বিল্ডিংস) পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, কোন কাজগুলি আগে করতে হবে তার অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি করে সেগুলি রূপায়ণ করতে হবে। প্রতিটি কাজেই দপ্তরের আধিকারিকদের মনিটরিং করতে হবে। পূর্ত দপ্তরের সকল ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের অধীনে যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেগুলি তাদেরকে নিয়মিত দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে হবে। এতে রাস্তার মেরামতের খরচ অনেকটা কমে যাবে। তাই এই কাজটি গুরুত্ব সহকারে তাদেরকে করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্ত দপ্তরকে যে কোনও নিমার্ণ কাজের ক্ষেত্রে এমন পারদর্শিতা দেখাতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারেন। এটা করতে পারলেই পূর্ত দপ্তরের কাজের প্রতি মানুষের আত্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, সড়ক নির্মাণ ও মেরামতির পাশাপাশি সড়কের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যের যে সমস্ত জাতীয় সড়ক রয়েছে সেগুলির দুই পাশের জঙ্গল কেটে সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। জাতীয় সড়কের দু'পাশেই ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে বৃষ্টির জল জমা হয়ে রাস্তার কোনও ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জাতীয় সড়কে জেব্রা ক্রসিং লাগাতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সামনেও জেব্রা ক্রসিং লাগাতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি পুর এলাকার রাস্তাগুলি যাতে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেই দিকেও পূর্ত দপ্তরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাতীয় সড়কের দুই পাশে রিফলেক্ট লাইট লাগানোর জন্যও মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সৌন্দর্য্যায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন প্রকারের গাছ লাগানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দপ্তরের আধিকারিকদের ফিল্ডে গিয়ে কাজ পরিদর্শন করতে হবে। যাতে সড়ক বা বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে যদি কোনও ধরণের সমস্যা দেখা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে প্রতিটি কাজেই স্বচ্ছতা নিয়ে এসেছেন। ই-পিডিএস ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এখন সঠিক ভোক্তাদের কাছেই রেশন সামগ্রী পৌঁছে যাচ্ছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে। রাজ্য সরকার কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য ই-টেন্ডারিং, ই-পিডিএস ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্ত দপ্তরকেও প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে যেভাবে কাজ করছে তা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছে। সারা দেশেই রাজ্য পুলিশের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। ঠিক সেভাবেই পূর্ত দপ্তরকে এমন কাজ করতে হবে যাতে সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়।

***২-এর পাতায়

পর্যালোচনাসভায় পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব মনোজ কুমার জানান, পূজার আগে রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা মেরামত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ সড়কগুলিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, চলতি অর্থবছরে মোট ২২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা মেরামতির কাজ করা হবে। এর মধ্যে ৭৪৭.১৭ কিমি রাস্তার মেরামতির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৯৯.৭৬ কিমি রাস্তার মেরামতির কাজ চলছে। বাকি ৮৭৮.৯৩ কিমি রাস্তার মেরামতির কাজও এই বছরেই করা হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে রাস্তাগুলির মেরামতের কাজ চলছে তা পূজার আগেই শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে যাতে কাজের গুণগতমান বজায় থাকে সেই বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব আরও জানান, রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (আর আই ডি এফ) মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের মধ্যে ২১টি বড় সেতু নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এরমধ্যে ১০টি সেতুর নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, বাকি ১১টির সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে ১১টি রাস্তা তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই ১টি রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, বাকিগুলির কাজ ২০১৯ সালের মার্চের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে বলে পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব সভায় অবহিত করেন। তিনি আরও জানান, পূর্ত দপ্তর রাজ্য সরকারের ২১টি দপ্তরের ২৩১টি প্রকল্পে বিল্ডিং নির্মাণের কাজও হাতে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিটি কাজেই দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

পর্যালোচনাসভায় সি পি ডব্লিউ ডি-র (CPWD) কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। পূর্ত দপ্তরের ইন্টারন্যাল ইলেকট্রিফিকেশন ও মেকানিক্যাল বিভাগের কাজের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দুটি বিভাগকে আরও সম্প্রসারিত করা যায় কিনা সেই বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

আজকের এই পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব মনোজ কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা বিজয় সিব্বার এবং পূর্ত দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****